"মিষ্টি আজ্ঞাকারী বাচ্চারা - তোমাদেরকে সর্বদা অতীন্দ্রিয় সুখে থাকতে হবে, কখনও কান্নাকাটি করবে না, কেননা তোমরা এখন উচ্চ থেকেও উচ্চতম বাবাকে পেয়েছো"

*প্রশ্নঃ - অতীন্দ্রিয় সুখ - তোমাদের গোপ-গোপিকাদেরই গায়ন আছে, দেবতাদের নেই - কেন?

*উত্তরঃ - কেননা তোমরা এখন ঈশ্বরের সন্তান হয়েছ। তোমরা মানুষকে দেবতা বানাচ্ছ। যখন দেবতা হয়ে যাবে তখন পুনরায় তোমরা নীচের দিকে নামতে শুরু করবে, ডিগ্রী কম হয়ে যাবে, এই জন্য তাদের সুখের গায়ন নেই। এরা তো, বাচ্চারা তোমাদেরই সুখের গায়ন করে থাকে।

*গীতঃ- আমাকে যিনি পালনা (আশ্রয়) দিচ্ছেন, তাঁকে হৃদয় থেকে ধন্যবাদ...

ওম্ শান্তি । এই কথাটি একজন বলেছেন নাকি দু'জন বলেছেন ? কেননা বাবাও আছেন তো দাদাও আছেন। তো এই ওম্ শান্তি কে বলেছেন ? বলতে হয় দুজনেই বলেছেন, কেননা তোমরা জানো যে দুটো আত্মা আছে। একজন হলেন আত্মা, অন্যজন হলেন পরমাত্মা। আর বাকিদের জীবাত্মা বলা যায়। আত্মারা তোমরাও এখানে পার্ট প্লে করতে এসেছ। অন্যান্য ধর্মের কথাই নেই। বাবা ভারতেই আসেন। ভারতই হল বাবার জন্মভূমি। শিব জয়ন্তীও পালন করা হয়, কিন্তু তিনি কবে আর কীভাবে আসেন, এটা কারোরই জানা নেই। শিব তো নিরাকারকে বলা যায়। তাঁর পূজাও হতে থাকে। শিব জয়ন্তীও পালন করে। যেটা অতীতে হয়ে গেছে, সেটাই পালন করতে থাকে। কিন্তু জানেনা যে তিনি কবে এসেছেন, এসে কি করে গেছেন। এখন বাচ্চারা, তোমরা তো সবকিছুই জেনে গেছো। তোমরা যে-কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারো যে এটা কার রাত্রি পালন করছো ? মন্দিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো - ইনি কে? এঁনার রাজ্য কবে ছিল? পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? তাঁর সাথে কার-কার সম্বন্ধ আছে ? অবশ্যই বলবে সকলের সম্বন্ধ আছে। তিনি হলেন সকলের পরমপিতা। তো অবশ্যই পিতার থেকে সকলের সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। এই সময় হলো দুঃখের দুনিয়া। যদিও নতুন নতুন আবিষ্কার বের হচ্ছে, কিন্তু দিন দিন দুঃখের কলাও তো বৃদ্ধি হতেই থাকছে, কেননা এখন হল নিম্নমুখী কলা, তাইনা। কতো বিপর্যয় আসতে থাকছে। সাধারণ মানুষকে দুঃখ দেখতেই হবে। যখন অতি দুঃখ হবে, তখন ত্রাহি-ত্রাহি করতে থাকবে, তখনই বাবা আসেন। এই সময় সকল মানুষ মাত্রই হল পতিত, এই জন্য একে বিকারী দুনিয়া বলা হয়। সেখানে সত্যযুগে দুঃখ হয়ই না। বাচ্চারা তোমরা বুঝতে পারো যে এই ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত হয়ে আছে। এই সময় সবাই রাবণ অর্থাৎ পাঁচ ভূতের বশীভূত হয়ে আছে। এই হল শত্রু। দুঃখেরও কলা হয় তাই না। এখন তো সবাই তমোপ্রধান হয়ে গেছে, কেননা বিষের দ্বারা সকলের জন্ম হয়। দুনিয়াতে কারোরই এটা জানা নেই যে সেখানে বিষ হয় না। মানুষ বলে, সেখানে বাচ্চারা তবে কীভাবে জন্ম নেবে ? বলো, তোমরা প্রথমে বাবাকে জানো, তাঁর থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ কর। বাদবাকি ওখানকার যা রীতি-নিয়ম হবে, সেই মতো চলবে। তোমরা কেন এই সংশয় উৎপন্ন করছো। কেউ প্রশ্ন করেছে যে শিব বাবা যখন এখানে আছেন তাহলে মুল বতনে কি আত্মারা থাকবে ? অবশ্যই। এখানে বৃদ্ধি হতে থাকছে, তার মানে সেখানে আত্মারা আছে তাইনা। কিন্তু প্রথম কথা এটাই যে, বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। এইসব কথার দ্বারা তোমাদের কি প্রাপ্ত হবে ? তোমাদের যখন জ্ঞান চক্ষু খুলে যাবে তখন তোমাদের মনে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার থাকবেই না। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। কেবল মুক্তি পেতে চাও তাহলে মন্মনা ভব। রাজত্ব করতে চাও তাহলে মধ্যাজী ভব।

বাচ্চারা তোমরা জানো যে আমাদেরকে কে পড়াচ্ছেন ? এই চৈতন্য কৌটোর মধ্যে চৈতন্য হিরে বসে আছে। তিনি হলেন সত্যবাবাও, পরমাত্মাই শরীর দ্বারা বলছেন। কেউ মারা গেলে তো তার আত্মাকে আহ্বান করা হয়। এই সময় এটা খেয়াল থাকে যে আমাদের বাবার আত্মা এসেছেন। যেন দুটো আত্মা হয়ে গেছেন। সেই আত্মা এসে সুবাস আঘ্রাণ করেন। এমনিতে তো হল সবই ড্রামা। কিন্তু তথাপি ভাবনার ভাড়া প্রাপ্ত হয়ে যায়। পূর্বে তো ব্রাহ্মণদের মধ্যে কিছু শক্তি ছিল, এসে বার্তালাপ করতো। তাদেরকে রুচি সহকারে খাওয়ানো হত। কিন্তু এই জ্ঞান ছিল না যে তারা হল আত্মা। আত্মা তো সুবাস আঘ্রাণ করে। বাবা তো সুবাসও আঘ্রাণ করেন না, কেননা তিনি তো হলেন অভোক্তা। আত্মা তো ভোগ করে। বাবা বলেন, আমি হলাম অভোক্তা। আত্মা তো সুবাসের অভিলাষী, আমি তো সুবাস আঘ্রাণের অভিলাষী নই। আমার সাথে যোগ লাগালে তোমাদের বিকর্ম দগ্ধ হয়ে যাবে। বোঝাতে হবে, শিব জয়ন্তী পালন করে। শিব তো হলেন নিরাকার। যেরকম আত্মার জয়ন্তী হয়। আত্মা শরীরে এসে প্রবেশ করে। শিবই হলেন পতিত-পাবন, যাকে আহ্বান করে যে এসে এই

রাবণের দুঃখ থেকে মুক্ত করো। এই সময় ৫ বিকার সর্বব্যাপী। অর্ধেক-অর্ধেক তাই না। যখন থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয় তখন থেকে অন্যান্য ধর্মরা আসতে থাকে। সবাইকে নিজের-নিজের পার্ট প্লে করতে আসতেই হয়। আমি আসি এখানেই। এখন বাচ্চারা তোমরা জানো যে এই চৈতন্য কৌটোতে কড়ি থেকে হীরা বানানোর জন্য বাবা বসে আছেন। তিনি হলেন সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ, জ্ঞানের সাগর। তোমরা এখন জানো যে বাবা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, তো স্মরণ করতে থাকি পুনরায় ভুলে যাই। কেননা সেখানে পোপ ইত্যাদি যারা আছে, তাদের তো চৈতন্য শরীর আছে। তারা হলেন নামীগ্রামী। তাদের কতো মহিমা হয়। এখানে তো এই কৌটোতে লুকিয়ে আছে হিরা। সেটা কেউ জানেই না যে তিনি কল্পে একবার-ই আসেন। বাচ্চারা তো জানে যে বাবা এনার মধ্যে বসে আছেন। তিনি হলেন আমাদের সত্যবাবা, সত্য টিচারও। এটা হল পাঠশালা তাই না। তোমাদের মধ্যেও কেউ কেউ আবার ভুলে যায়। চাল-চলনের দ্বারা সবকিছু বোঝা যায়। কোনো কোনো বাচ্চা তো একটু পরীক্ষা নিতেই ফেল হয়ে যায়। না হলে তো বাচ্চাদেরকে বলতে হবে যে, যা খাওয়াবে, চাইলে মারো, চাইলে ভালোবাসো...। সুপুত্র বাচ্চারা তো আজ্ঞাকারী হয়। বাবা বলেন - বাচ্চারা কখনো কান্নাকাটি করবে না। তোমাদের কাছে এত বড় বাবা আর সাজন আছেন, তাঁর সন্তান হয়ে কেন তোমরা কান্নাকাটি করো! আমি তোমাদের বড় বাবা বসে আছি। মায়া নাক দিয়ে ধরে নেয়, তো তোমরা তখন কান্নাকাটি করতে থাকো। গায়নও আছে - অতীন্দ্রিয় সুখ গোপ-গোপিকাদের জিজ্ঞাসা করো। কিন্তু মায়া ভুলিয়ে দেয়। বাবার উপর কুর্বান হয়ে যাই, সমর্পণ হয়ে যাই, এটা স্মরণে থাকলে তো খুশিতে থাকবে। বাচ্চারা তোমরা এখন জানো যে বাবা হলেন সত্যিকারের ইন্দ্র। সেই বৃষ্টি বর্ষণ করা ইন্দ্র নয়, ইনি হলেন জ্ঞান ইন্দ্র। ইন্দ্রধনুষ অর্থাৎ রামধনু দেখা যায়, তাইনা। তার মধ্যে রং তো অনেক থাকে কিন্তু মুখ্য তিনটি রং হয়। বাবা তোমাদের এই সময় ত্রিকালদর্শী বানাচ্ছেন। ত্রিকালদর্শী অর্থাৎ আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞাতা অর্থাৎ স্বদর্শন চক্রধারী। তিনকালের জ্ঞাতা। এই কথা তোমরা নিজেদের সাথেই মিলিয়ে নেবে। বাচ্চারা তোমরা জানো যে এই হল ইন্দ্রসভা। এইজন্য বাবা লেখেন যে কোনও বিকারী নোংরা আত্মা যেন আমার সভাতে না আসে। তোমরাই হলে জ্ঞান-ডান্স করা পরী। জ্ঞান ইন্দ্রের, পরীদের প্রতি এই আদেশ আছে যে - কোনও বিকারী আত্মাকে এখানে নিয়ে আসবে না। বাচ্চারা তোমাদের কাছে বিকারীরা নির্বিকারী হওয়ার জন্য আসে। কিন্তু আমার সভাতে নিয়ে আসবে না। কিছু নিয়ম তো আছে তাই না। এমনিতে তো আমি এখানে অনেকের সাথেই বার্তালাপ করি। সৎ, সুপুত্র, ভালো বাচ্চা হলে তো তার প্রতি ভালোবাসা যাবেই। যেরকম গান্ধীর জন্য সকলের ভালোবাসা আছে, কাজ তো ভালো করেছে তাই না। এই পূর্বনির্ধারিত ড্রামাকেও বুঝতে হবে, এই ড্রামা অবিকল পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। এখানে কারোরই কোনো দোষ নেই। রাবনকে তো সকলকে ভ্রষ্টাচারী বানাতেই হবে। এইসব কথাগুলিকে বাচ্চারা তোমরাই জানো আর কেউই জানেনা। পতিত-পাবন বলে ডাকে। কিছুই বুঝতে পারেনা। তোমরা তো হলে সেই আত্মা, যারা কল্প পূর্বেও বাবাকে সাহায্য করেছিলে। সত্যযুগে এই জ্ঞান থোড়াই থাকবে যে আমরা এই রাজ্য কিভাবে নিয়েছি।

এখন তোমরা জানো যে - এই অসীমের বাবা হলেন কত বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। বাবা-ই ভারতকে কড়ি থেকে হীরের মত তৈরী করছেন। একটাই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, এখন পুনরায় তা স্থাপন হচ্ছে। সমগ্র দুনিয়াতে শান্তি স্থাপন করা - এটা তো পরমপিতা পরমাত্মার দায়িত্ব। সেই বাবা-ই এসে সবাইকে ধনবান তৈরী করছেন। বোঝাচ্ছেন যে তোমরা কাঙ্গাল কেন হয়ে গেছো ? রাবণ রাজ্য কবে থেকে শুরু হয়েছে, তোমরা জানো না। রাবণের পুতুল বানিয়ে পোড়াতে থাকো। এই সময় ভক্তি মার্গের হলো নিম্নমুখী কলা। রামরাজ্য তো সত্যযুগকে বলা যায়। তোমরা এই সময় ঈশ্বরের সন্তান হয়েছ, কেননা তোমাদের কলা কম হয়ে গেছে। এই সময় তোমাদের চাল-চলনের মধ্যে অনেক রাজকীয়তা চাই। তোমরা হলে মানুষকে দেবতা নির্মাণকারী। অতীন্দ্রিয় সুখও গোপ-গোপিকাদেরই গায়ন আছে। এইরকম কখনো বলা হয় না যে অতীন্দ্রিয় সুখ লক্ষ্মী-নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করো, কিন্তু গোপ-গোপিকাদের জন্য বলা হয়, কেননা তারা হল ঈশ্বরের সন্তান। দেবতা হয়ে গেলে পুনরায় ডিগ্রী কম হতে থাকে। রাজারা কত মর্যাদার সাথে চলন চলতে থাকে। কিন্তু আছে তো সবাই তমোপ্রধান।

তোমাদের কাছে ব্রহ্মার চিত্র দেখে অনেক মানুষ বিমর্ষ হয়ে পড়ে। তো বাচ্চারা তোমাদের কাছে লক্ষ্মী-নারায়ণের একটি চিত্র ত্রিমূর্তির সাথে আছে, আর একটি ত্রিমূর্তি ছাড়াও আছে, সেখানে কেবল শিব দেখানো হয়েছে, তো দুটোই রাখতে হবে। যদি কেউ ব্রহ্মার সম্বন্ধে কিছু বলে, তখন বলবে, কার শরীরে আসবেন। ব্রহ্মা-সরস্বতীই পুনরায় লক্ষ্মী-নারায়ণ হন। অবশ্যই ব্রহ্মার শরীরেই আসবেন, তবেই তো ব্রাহ্মণের জন্ম হবে। না হলে তো এত বাচ্চা কিভাবে হতে পারে। এরা সবাই হল ব্রহ্মার সন্তান ব্রহ্মাকুমারী-ব্রহ্মাকুমারী। তোমরাও হলে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। প্রজাপিতা ব্যতীত সৃষ্টি কীভাবে রচনা করবেন। তিনি এখন নতুন সৃষ্টি রচনা করছেন। তোমরাও আছো কিন্তু তোমরা মানছো না। যদি এখন ব্রাহ্মণ না তৈরি হও, তাহলে দেবতাও হতে পারবে না। ইনিও বোঝেন যে, এখানে তারাই আসবে যাদের চারা গাছ রোপন হবে। বাবা কত

সুন্দর ভাবে বোঝাতে থাকেন। বাবা প্রত্যেকের অবস্থাকেও জানেন। কেউ কোনও জিনিসের ক্ষুধার্তী, কেউ ফ্যাশনের ক্ষুধার্তী, বাবার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করো - বাবা আমার চাল-চলন ঠিকঠাক আছে বা আমার এই কথাটি সঠিক না ভুল ? তখন বুঝতে পারবে যে এর মধ্যে ভয় আছে। দেখো গান্ধীজিকেও সবাই অনেক সাহায্য করেছে, কিন্তু সে নিজেই সব কিছু ভোগ করেনি, সবকিছুই দেশের জন্য করেছে। সেই গান্ধীও তো মানুষ ছিলেন আর ইনি তো হলেন অসীম জগতের বাবা। শিব বাবা তো হলেন দাতা, সবকিছু বাচ্চাদের জন্যই করছেন। জিজ্ঞাসা করা হয় যে তুমি এক টাকা কেন দিচ্ছো ? বলে যে শিব বাবাকে দিচ্ছি, ২১ জন্মের উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য। এইরকম কেউ মনে করবে না যে, আমি দিয়েছি, আমি তো একুশ জন্মের উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। বাবা তো হলেন গরিবের ভগবান। ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রদান করেন, এটাই যেন বুদ্ধিতে থাকে। সবকিছু বাচ্চাদের জন্যই কাজে আসবে। গান্ধীজিও সবকিছু কাজে লাগিয়েছিলেন। নিজের জন্য কিছুই একত্রিত করেননি। নিজের কাছেও যা কিছু ছিল, সেসব দিয়ে দিয়েছেন, দাতা কখনো নিজের জন্য একত্রিত করেন না। সন্ন্যাসী সবকিছু ত্যাগ করে চলে যায় পুনরায় ধন একত্রিত করতে থাকে, তাদের কাছেও তো এখন অনেক টাকা-পয়সা আছে, কতো ফ্ল্যাট আছে। বাস্তবে সন্ন্যাসীদের তো এক পয়সাও হাতে থাকা উচিত নয়। নিয়মই এই রকম। তারা কখনও দানী হতে পারে না। তোমাদেরকে তো বাবার শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। বাবা এই সব কিছু হল তোমার। যেরকম তুমি বলবে সেই রকমই আমরা কাজে লাগাবো। বাবা নির্দেশ দিতে থাকেন। বাচ্চাদেরকে জীবনে ধারণ করতে হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) প্রতি কদমে বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ হয়ে যেতে হবে। যেখানে রাখবে, যা খাওয়াবে... এইরকম আজ্ঞাকারী হয়ে থাকতে হবে।

২) নিজের চাল-চলন অত্যন্ত রাজকীয় উঁচু রাখতে হবে, আমরা হলাম ঈশ্বরের সন্তান এই জন্য অত্যন্ত রাজকীয়তার সাথে চলতে হবে, কখনো কান্নাকাটি করবে না।

বরদানঃ- সাধারণ জীবনে ভাবনার আধারে শ্রেষ্ঠ ভাগ্য নির্মাণকারী পদ্মাপদম ভাগ্যবান ভব

বাপ-দাদা সাধারণ আত্মাদেরকেই পছন্দ করেন। বাবা নিজেও সাধারণ তনে আসেন। আজকের কোটিপতিও হল সাধারণ। সাধারণ বাচ্চাদের মধ্যে ভাবনা হয়ে থাকে আর বাবার ভাবনা-যুক্ত বাচ্চাদেরই চাই, দেহভান যুক্ত আত্মাদের নয়। ড্রামা অনুসারে সঙ্গম যুগে সাধারণ হওয়াও হল ভাগ্যের সুলক্ষণ। সাধারণ বাচ্চারাই ভাগ্যবিধাতা বাবাকে নিজের বানিয়ে নেয়, এইজন্য অনুভব করে যে "ভাগ্যের উপর আমার অধিকার আছে।" এইরকম অধিকারীরাই পদ্মাপদম ভাগ্যবান হয়ে যায়।

স্লোগানঃ- বড় হৃদয় নিয়ে সেবা করলে অসম্ভব কার্যও সম্ভব হয়ে যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;